শতবর্ষের আলোকবর্তিকায়

# সুখচর শিবতলা বিদ্যালয়

## ১৯০৩-২০০৩

# স্মরণিকা

সুখচর স্কুল রোড, সুখচর, কলকাতা - ৭০০ ১১৫

# সুখচর শিবতলা বিদ্যালয়

## শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

# উপদেষ্টা সমিতি

### সভাপতি ঃ শ্রী পরমেশ্বর ব্যানার্জী

ডাঃ সন্মথ নাথ ঘোষ, শ্রী রামব্রহ্ম শেঠ, শ্রী প্রশান্ত নন্দী, শ্রীমতী অঞ্জলি সেনগুপ্ত, ডঃ শেখর শেঠ, শ্রী রণজিৎ চৌধুরী, শ্রীমতী সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, শ্রী সনৎ দত্ত, শ্রী শিবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রী রতন রায়চৌধুরী

| | | |
|---|---|---|
| কার্যকরী সভাপতি | ঃ | শ্রী লোকনাথ ঘোষাল |
| সহ সভাপতিমণ্ডলী | ঃ | শ্রী হারাধন সেন, শ্রী বিপ্লব চ্যাটার্জী, শ্রী সমরেন্দ্র মোহন চৌধুরী, শ্রী বরুণ মণ্ডল, শ্রী অশোক দাস, শ্রী বিমল ভট্টাচার্য্য, |
| যুগ্ম সম্পাদক | ঃ | শ্রী সুবল সখা মাইতি, প্রধান শিক্ষক<br>শ্রী মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র |
| সহ সম্পাদকমণ্ডলী | ঃ | শ্রী বিজন পাত্র, শ্রী অনিল মণ্ডল, শ্রী হারাধন বেরা, শ্রী ব্রজকিশোর সরকার, শ্রী মধু সরকার, শ্রী পার্থপ্রতীম বর্মন, শ্রী রমেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অজয় সরকার, শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ দে, শ্রী অদ্বৈত সরকার। |
| স্মারক উপসমিতি | ঃ | শ্রী হারাধন সেন, শ্রী ভাস্কর বসু, শ্রী মানস দাস, শ্রী সব্যসাচী রায়, শ্রী অমর নাথ পাত্র, শ্রী দেবাশীষ মন্ডল |
| কোষাধ্যক্ষ | ঃ | শ্রীমতী আরতী ঘোষ |
| সাংস্কৃতিক সম্পাদক | ঃ | শ্রীমতী নন্দিতা গুপ্ত, শ্রী মানব দাস, শ্রী স্বপন দাস, শ্রী শম্ভু হালদার |
| হিসাব পরীক্ষক | ঃ | শ্রী দেবপ্রসাদ সেন, শ্রী হারাধন কর্মকার। |
| সাধারণ সদস্যবৃন্দ | ঃ | শ্রী শ্যামল বৈরাগী, শ্রী বাবু সরকার, শ্রীমতী বাণী সরকার, শ্রী বরুণ দাস, শ্রী পিনাকী চৌধুরী, শ্রী সুকোমল চ্যাটার্জী, শ্রীমতী ডলি রায়, শ্রীমতী সুজাতা বারিক, শ্রীমতী সুমিতা গুঁই, শ্রীমতী গীতা সেন, শ্রীমতী মমতা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী মিনতি সাধুখাঁ, শ্রীমতী মিনতি পাল, শ্রীমতী দীপিকা দাস, শ্রীমতী কমলা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী কৃষ্ণা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী শকুন্তলা দাস, শ্রী কার্ত্তিক দাস ও শ্রী বিশ্বনাথ মাইতি। |

# সুখচর শিবতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় — স্মৃতি ও তথ্য


## শ্রী লোকনাথ ঘোষাল, এম.এ (ডবল)

প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন সম্পাদক


সুখচর একটি প্রাচীন জনপদ। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মনসা মঙ্গল কাব্যে ভাগীরথী পূর্ব্ব পশ্চিমের গ্রাম বা জনপদের সঙ্গে সুখচর গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও প্রভু নিত্যানন্দদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম পার্শ্ববর্তী খড়দহ ও পানিহাটীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুখচর জনপদেও তা প্রসারিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যেও এ বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়। ইংরাজ রাজত্ব কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী গ্রামগুলি ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে বেশী মাত্রায়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর সুখচর শোভাবাজারের রাজ পরিবারের জমিদারীতে পরিগণিত হয়েছিল। এই পরিবারের রাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর ও পরবর্তী বংশধর রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের উল্লেখ বাংলার ইতিহাসে দেখা যায়।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিক থেকেই এই জনপদ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারদের কাছাড়ী বাড়ীর কাছে বড় ধরনের বাজার গড়ে ওঠে। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির জন্য এই বাজারে বহু ধরনের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ ও খাদ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হতে থাকে। এর পরবর্তী সময়ে সুখচরে দিশী চিনি তৈরীর কারখানার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। আগে যে হলুদ রঙের মিহি চিনি পুজোয় লাগতো তা পাশ্ববর্তী অঞ্চলে এমন কি কলকাতাতে সরবরাহ হত এইখান থেকেই।

সংস্কৃতিবান ও শিক্ষানুরাগী জমিদার রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের উৎসাহে সুখচরে "টোল" প্রতিষ্ঠিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। তার নিদর্শন ও সাক্ষ্য বর্তমান। উপরে উল্লেখিত শতাব্দীর শেষভাগে সুখচরে হিতৈষণী বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার একটি সংবাদ থেকে। ১৮৯৬ সালের ১৩ই অক্টোবর স্টেট্‌সম্যান সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এখানে উল্লেখিত হল ঃ- *The weather is fine but the heat is still intense. We expect fine weather during the Puja days. Then vernacular Scholarship examination commenced on 30th ultimo and 2nd instant. 4 students appeared from Khardah M.V. School, 4 from Panihati M.V. School and 3 from Sukchar Hitaisani school. The Trannath High School closed yesterday for the Pujas on last Friday.*

*Vernacular Scholarship* এর পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যেই ১৯০৩ সালে সুখচর শিবতলা বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণে প্রয়াত ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র শেঠ মহাশয়ের দান ও বদান্যতা বিদ্যালয়ের ফলকে উল্লেখিত আছে। স্মৃতি নির্ভর যাঁদের নাম পাওয়া যায় শেঠ মহাশয় ছাড়াও প্রয়াত শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী ও কালিপ্রসন্ন ঘোষাল মহাশয়রা এই বিদ্যালয়ের গোড়া পত্তনের সময় ও পরে যুক্ত ছিলেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত আগে ও পরে বর্তমান কলুপাড়া অঞ্চলে ভূতনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরিচালিত গুরুমশায়ের পাঠশালায় ঐ সময়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের কিছু ছাত্র নিয়মিত শিক্ষালাভ করতেন।

১৯২০ এর দশকের দু'একজন প্রাক্তন ছাত্রের কাছ থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে একটি ঘরে চারটি শ্রেণীর ক্লাস চলত। শিক্ষক হিসাবে একজনের নাম সকলেই উল্লেখ করেন প্রয়াত নফর চন্দ্র দাস মহাশয় প্রতিবন্ধী হয়েও দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। চলতি কথায়, খোঁড়া মাষ্টার বলে অভিহিত হতেন। এঁর নাম ছাড়া ও আশি ঊর্দ্ধ প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে জানা যায় যে, নফরবাবুর আগে শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত সুবোধ কুমার মুখার্জী। বিদ্যালয় ১৯২০ দশকের শেষভাগে ভূপতিবাবু বলে এক শিক্ষকের নাম প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে।

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকেই প্রয়াত জীবন কৃষ্ণ দাস মহাশয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বর্তমান কথনের লেখক প্রথমে ছাত্র হিসাবে ও পরে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সম্পাদক হয়ে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের স্থির মস্তিষ্ক, দায়িত্বশীল পাটিগণিতে বিশেষ বুৎপত্তিশীল ও বিরল শিক্ষক। বিদ্যালয়ের চাকুরীতে অবসরকালীন সম্পাদক হিসাবে জীবনবাবুকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগে যে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে প্রাক্তন ছাত্ররা ও স্থানীয় মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন তা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। জীবনবাবুর বিদায়কালীন সভায় রহড়া রামকৃষ্ণ বালকাশ্রমের সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজ তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে অভিভূত হন। ঐ তিরিশের দশকে যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তাঁরা হলেন প্রয়াত জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, প্রয়াত নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ( পচাবাবু)। পচাবাবু রোগভোগে মৃত্যুর জন্য দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার সুযোগ পাননি। এরপর বিদ্যালয়ের স্থায়ী ও দীর্ঘদিনের শিক্ষক হিসাবে ১৯৪০ দশকের প্রথম দিকেই আসেন প্রয়াত নলিনী কান্ত বল। এঁরা দুজনেই পর্যায়ক্রমে প্রধান শিক্ষক পদে কাজ করেছিলেন।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কালের পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোগীদের নাম পাওয়া গেলেও পরবর্তী সময়ের সংগঠকদের নামের উল্লেখ করার আগে সেই সময়ের আর্থ - সামাজিক অবস্থার পটভূমিকাটি উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পানিহাটী পৌরসভার ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ১১,০০০। ৬টি মূলগ্রামে এই সংখ্যা ছিল বিভক্ত। ভাগীরথীর উপকূলে জনসংখ্যা বেশী বলে সুখচরের লোকসংখ্যা হাজার দুয়েক মত ছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৪ সাল মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ক্লাব, বিদ্যালয় ও পাঠাগার গড়ে ওঠে। এককভাবে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের চিন্তাভাবনা না করে একই পৃষ্ঠপোষক ও সংগঠক একই সমাজভুক্ত শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন গোষ্ঠীই উদ্যোগী হতেন। এই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ পাওয়া যায় অগ্রণী মানুষগুলির নামগুলি যদি পরীক্ষা করে দেখি প্রথম দিকের তিন দশক পর্যন্ত। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শিবতলা বিদ্যালয় ও পাঠাগারের জন্য জমি হস্তান্তরের দলিলে দেখা যায় সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর সেবাইতদের পক্ষে জমিটি দানের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশধর তরফদার, কালীপদ শেঠ, যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল, সত্যহরি নন্দী, বনমালী দে প্রমুখ। এঁরা সকলেই পর্যায়ক্রমে ঐ সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ইহা ব্যতীত ঐ দশকের শেষ দিকে আর একজন সংগঠকের নাম উল্লেখ না করলে অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি হলেন প্রয়াত নলিন দেব বিশ্বাস মহাশয়। যাঁর বিদ্যালয়

পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান তুলনাহীন। উল্লেখ থাকে যে, তিরিশের দশক থেকেই ১৯৬২ সালে পৌরসভা বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করা পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সভাপতি রূপে প্রয়াত যতীন্দ্র নাথ ঘোষাল মহাশয়। পূর্বেই উল্লেখিত বিশের দশকের শেষে যুক্তভাবে বিদ্যালয় ও পাঠাগারের কর্তৃত্বে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকটি নাম অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় - তাঁরা হলেন প্রয়াত দাশুরথী সেন, কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস। নলিন কুমার দেব বিশ্বাস মহাশয় ১৯৪৮ সালের জুন মাসে প্রয়াত হন। ঐ সময় থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন শ্রী কিশোরী লাল মিত্র ও হরিচরণ ব্যানার্জী মহাশয়। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে যুক্ত ছিলেন প্রয়াত হৃষিকেশ ঘোষ, ভূপতি চ্যাটার্জী, বটকৃষ্ণ শেঠ, সতীশ চন্দ্র দাস মহাশয়। শেষে শ্রী জগৎব্রহ্ম শেঠ মহাশয় সমিতির সদস্য হয়ে সহঃসম্পাদক রূপে দায়িত্ব পালন করেন। আর একটি বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে, শিবতলা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে সুখচর বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৩৩ সালে সম্পাদক নলিন কুমার দেব বিশ্বাস মহাশয়ের গৃহে সূচনা হয়। ঐ দুটি বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি একটিই ছিল এবং সক্রিয় সম্পাদক হিসাবে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়াত নলিন কুমার দেব বিশ্বাস মহাশয়। সুখচর বালিকা প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেই বিগত শতাব্দীর তিরিশ দশকের প্রথমেই দু'বছর ধরেই কয়েকজন ছাত্রী বৃত্তি বা ইউ. পি. পরীক্ষায় বসার অনুমতি পায়। মেয়েদের মধ্যে এই উৎসাহ দেখে শিবতলা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে মিশনারীদের উৎসাহে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার যতটা উন্নতি হওয়া প্রয়োজন ততটা অগ্রসর হয়নি।

১৯২৪ সালে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর কাছ থেকে ১কাঠা জমির উপর বড় মাপের ঘর নির্মিত হয় মূলতঃ বিদ্যালয় ও পাঠাগারের জন্য। শশধর পাঠাগারের দ্বিতল গৃহ হওয়ার পূর্ব্বে কাঠের প্রাচীর দিয়ে বিদ্যালয় ও পাঠাগারে জন্য। শশধর পাঠাগারের দ্বিতল গৃহ হওয়ার পূর্ব্বে কাঠের প্রাচীর দিয়ে বিদ্যালয়ও পাঠাগার দুটি ভাগে ভাগ করে চলত। বড় মাপের ঘরটি নির্মাণ করতে বড়মাপের দানের উপর নির্ভর না করে উদ্যোক্তরা বিভিন্ন ব্যক্তির দান গ্রহণ করা হয়। সেই সময় উৎসাহী এক বিধবা মহিলা তাঁর সঞ্চিত অর্থ দান করে এক নজির সৃষ্টি করেন। এছাড়া পৌরসভার নির্বাচন প্রার্থী, শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে চাঁদা/দান গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চাশের দশকে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির বিশেষ চেষ্টায় সুখচর বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সমিতির সহঃ সম্পাদক শ্রী জগৎব্রহ্ম শেঠ মহাশয়ের পিসিমার বাড়ীটি যাহা তিনি গুরুদেবের উদ্দেশ্যে দান করেন, তা লাভ করেন। এই শর্ত সাপেক্ষে যে, ঐ জমিতে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করে নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করতে হবে। ৮/১০ কাঠার উপর চারটি ঘর সমেত বাড়ীটি পেয়ে সুখচর বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ষাটের দশকের প্রথম থেকেই পানিহাটী পৌরসভা সব ওয়ার্ড থেকে ১০টি প্রাথমিক ও ১টি মক্তব বিদ্যালয় নিঃশুল্ক প্রাথমিক শিক্ষা করে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পৌরসভার অধিগৃহীত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সুখচরের ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ও আর্থিক তহবিলের জন্য প্রশংসার দাবী রাখে।

এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য প্রথমে মনোনীত ও পরে নির্বাচিত সদস্য গঠন করা হয়। মনোনীত সদস্যদের মধ্যে সভাপতি প্রয়াত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান কথনের লেখক সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ ছিলেন প্রয়াত গোপাল গাঙ্গুলী, শ্রী শক্তিপদ মুখার্জী, এবং শ্রী অভয়পদ বিশ্বাস। নির্বাচিত সদস্যপদে যুক্ত হন প্রয়াত সুশীল ভট্টাচার্য্য, বিভূতি মুখার্জী ও শ্রী নিতাই পাত্র। পরবর্তী সময়ে নূতনভাবে গঠনের সময় আসেন শ্রী পরমেশ্বর ব্যানার্জী ও প্রয়াত সুধাকান্ত ব্যানার্জী।

এরপর রাজ্য সরকার পৌরসভার অধীন বিদ্যালয়গুলি ১৯৬৯ সালে অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ঐ সমিতি কাজ চালিয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে নতুন নির্বাচন হয়। আবার ১৯৮০-৮১ সালে রাজ্য সরকারের পক্ষে একটি এ্যাড্‌হক কমিটি গঠন করা হয় এবং তাতে শেখ সদরুদ্দিন অন্তর্ভূক্ত হন। (সাম্প্রতিক কালে পূর্বসূরী থেকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষকমন্ডলীর একটি চলচিত্র তুলে ধরা না হলে তথ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়)।

১৯৬৯ সালে জীবনবাবু অবসর গ্রহর করার পর প্রয়াত নলিনীকান্ত বল মহাশয় প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হন। তিনি ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন ঐ সময়ে প্রয়াত অমূল্যচরণ মাইতি ও প্রয়াত সুশীল দত্ত ও শ্রী মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালে পর্যন্ত কর্মরত থাকার পর শ্রী মধুসূধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুখচর কর্মদক্ষ চন্দ্রচূড় বিদ্যায়তনে যোগ দেন। শ্রীমতী অঞ্জলি সেনগুপ্ত মহাশয়া ১৯৭০ সালে সহঃ শিক্ষিকা রূপে যোগদান করে ১৯৮০-৮১ সালে প্রধানা শিক্ষিকাপদে আসীন হন এবং ২০০১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৮০ সালে বতর্মান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী সুবল সখা মাইতি, ১৯৮১ সালে শ্রীমতী নন্দিতা গুপ্ত ও পরবর্তী কালে ১৯৯৭ সালে শ্রীমতী আরতি ঘোষ মহাশয়া সবশেষে শ্রী দেবপ্রসাদ সেন ২০০২ সালে যোগদান করে আজও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত রয়েছেন।

পৌরসভার বিদ্যালয়গুলি সরকার অধিগ্রহণ করেলও গৃহগুলি পৌরসভার অধীনে থেকে যায়। সি. এম. ডি. এ.-র অনুদানে এই দ্বিতল গৃহ সংস্কার হয়। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী ইহার সংস্কার সাধনে আগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্থানীয় সাংসদ শ্রী তপন সিকদার মহাশয়ের সাংসদ তহবিলের অনুদানে বিদ্যালয়ের সংস্কার হয়।

শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই বিদ্যালয় নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে নতুন ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন। সুখচর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় পড়ুয়ার অভাব বা পরিচালন ত্রুটিতে বন্ধ হয়ে গেছে। পরিস্থিতির যথাযথ বিচার বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও পরিচালনায় পরিবর্তন একান্ত জরুরী। শিক্ষা নিঃশুল্ক সঙ্গত কারণে প্রশংসনীয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবহেলার শিকার হলে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি সাধিত হবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পরিচালক শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষা নুরাগী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গের আজ বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করতেই হবে।